হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

নাফসের চাহিদার কোন শেষ নেই

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

"ওয়ান নাফসু কাত্তিফলি ইনতুহমিলহু শাব্বা 'আলা হুব্বির রিদা'ই"। "নাফস শিক্ষিত হবে যদি তুমি তাকে শিক্ষা দাও", বলা হয়ে থাকে। আরও বলা হয় যে, "নাফস একটি বাচ্চার মত। বাচ্চার জন্য মায়ের দুধ বন্ধ করে দিলে সে স্তন্যপান ত্যাগ করে। নাহলে, যদি মা বলে সে বাচ্চাকে আরও বেশি সময় দুধ দিতে চায়, তাহলে বাচ্চাটি দশ বছর বা আরও বেশি বয়স পর্যন্ত স্তন্যপান করে যাবে"। এটি হাযরাত ইমাম বুসাইরীর কাসীদা বুরদাতে লিখা আছে।

এর মানে হচ্ছে, তুমি নাফসকে যতই দাও না কেন এবং তার জন্য যাই কর না কেন, নাফসের তা যথেষ্ট মনে হবে না। "আমি তাকে দিয়েছি এবং তার যথেষ্ট হয়ে গেছে", এরকম কোন কথা নেই। তুমি নাফসকে যতই স্বাধীন রাখো, সে নিজে থেকে থামবে না। তুমি যদি তাকে থামতে না বল, তুমি যদি তাকে নিয়ন্ত্রণ না কর, সে তোমাকে পুরো জীবন নিয়ন্ত্রণ করবে, সে যা ইচ্ছা তাই করবে এবং তার ইচ্ছাগুলোকে সে আইনের মত চাপিয়ে দেবে।

এই পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা তাই দেখায়। ২০-৩০ বছরের আগের জিনিসগুলো এখন আর অনুমোদিত নয়। অথবা তুমি যদি ২০-৩০ বছর আগে বলতে পৃথিবী এই অবস্থায় আসবে, এত ফিতনা, এত ফাসাদ এবং এত বিশৃঙ্খলা থাকবে এতে, মানুষ তোমাকে বিশ্বাস করত না। কিন্তু নাফসের কথা মেনে এবং শয়তানের কথা মেনে মানুষেরা এই অবস্থায় এসেছে।

নাফসের প্রশিক্ষণ আবশ্যক। এই পৃথিবী নাফসের প্রশিক্ষণ ছাড়া ভালো হবে না। সবসময়ই আরও খারাপ হতে থাকবে। এত খারাপের পরে নাফসকে আর বাঁচানো যাবে না এবং পৃথিবীকে ঠিক করা যাবে না, স্বাভাবিকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। এখন শেষ সময় এবং যিনি এই পৃথিবীকে ঠিক করবেন তিনি হচ্ছেন মাহদী আলাইহি সালাম। আল্লাহ্ যেন উনাকে যত শীঘ্রি সম্ভব পাঠান ইনশাআল্লাহ। যখন মাহদী আলাইহি সালাম আসবেন তখন তিনিই একমাত্র পৃথিবী ঠিক করতে পারবেন। কারণ এখন যেদিকেই তুমি তাকাও, যার দিকেই তুমি তাকাও, তুমি দেখবে যে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

অতএব, যারা আমাদের সম্মান করে, আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) কে সম্মান করে এবং আউলিয়া আল্লাহ্দের সম্মান করে, তাদের অন্য কারো দিকে না তাকিয়ে নিজেদের দিকে তাকানো উচিত। প্রথমে

তাদের নিজেদের নাফসকে ঠিক করা উচিত, তারপর অন্যদের উপদেশ দিতে পারবে।

আমাদের সবার নাফসই খারাপ। কেউ যেন না বলে, "আমার নাফস ভালো!" এটা একটা বড় ভূল। সবারই একটি নাফস আছে এবং তা তাকে প্রতি মূহুর্তে খারাপ পথে টেনে নিতে চেষ্টা করে। আল্লাহ্ যেন আমাদের নিরাপদ রাখেন।

যদিও ধাপে ধাপেও হয়, ধীরে ধীরেও হয়, আমাদের প্রতিদিনই সামান্য করে সতর্ক হতে হবে এবং আমাদের নাফসকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আল্লাহ্ যেন তা সহজ করেন ইনশাআল্লাহ এবং আমাদেরকে নাফসের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখেন ইনশাআল্লাহ।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
১৭ অক্টোবার ২০১৬/১৬ মুহাররাম ১৪৩৮
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।